যুগান্তর

তারিখ 16 SEP 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্রি
ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা বি

যুগান্তর রিপোর্ট

আকস্মিক ছুটি ঘোষণায় বিপাকে পড়েছে রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ও তাদের শিক্ষার্থীরা। এর ফলে একদিকে স্কুলের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে অনেক প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা। অন্যদিকে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ক্ষতি পোষানোর দায়ভার চেপেছে শিক্ষার্থীদের ওপর। বন্ধের মধ্যেও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে রাশি রাশি 'হোমওয়ার্ক'। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে ছুটি আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপে পরিণত হয়েছে। মাটি হয়ে যেতে বসেছে ঈদের আত আনন্দ। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপে এ চিত্র মিলেছে। তবে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলো স্বাভাবিক একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বন্ধ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সরকারি এক আদেশে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলসহ সব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ঈদ এবং

যদিও কোন কারণ উল্লেখ করা
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপে জানা গে
ট্রাস এবং অত্যধিক গরম থেকে শি
জন্যই সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে।
বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে খোঁ
গেছে, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
পরীক্ষা কার্যক্রম নির্ধারিত ছিল ২
পর্যন্ত। কিন্তু সরকারের নির্বাহী অ
ঘোষণায় সর্বনিম্ন ৮টি কার্যদিবস
কমে গেল।

স্কলাস্টিকা স্কুলের উপাধ্যক্ষ নুরুন্নাহা
বলেন, ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার
সাতটি শাখায় শিক্ষা কার্যক্রম চলার
কিন্তু সরকারি বন্ধের কারণে এতে ছে
তিনি বলেন, ঈদের পর ৬ অক্টোবরে
এখন ৫ অক্টোবর খোলা হবে
পরবর্তীতে আরও কয়েকদিন ছুটি ব
হয়েছে। বাকি ক্ষতি সেশনের শেষ
পুষিয়ে নেয়া হবে। তিনি জানান, ি
হালকা হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছে।

মিরপুরের অ্যাপল ট্রি ইন্টারন্যাশনা
অধ্যক্ষ ইয়াম ব্যাগস্ট্রীড বলেন, অপুর
হয়েছে। এভাবে ছুটি ঘোষণার কারণ উ
পাচ্ছেন না।

সেন্টস যোসেফ স্কুলের উপাধ্যক্ষ ব্রা
রোজারিও জানান, ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
স্কুল খোলা থাকার কথা ছিল। কিন্তু এর
বন্ধ করা হল। ব্রাদার রোজারিও নিপু
তার স্কুলে ক্লাস টেস্ট চলছিল।
মাঝখানেই বন্ধ হল।

তিনি বলেন, ছুটিতে যে ৫টি পরীক্ষ
হয়েছে, তা আগামী ১৫ ও ১৬ অক্টোব
এবং পরবর্তী স্বাভাবিক ক্লাস চলার সময়ে
নেয়া হবে। এছাড়া ঈদের পর পূজার
ফাঁকে ফাঁকে নেয়া হবে। অর্থাৎ একটা
থাকছে না।